সমকাল

26 OCT 2013
20

জাকসু নির্বাচনের
তারিখ ঘোষণা

জাবির ছাত্র সংগঠনগুলোর মিশ্র প্রতিক্রিয়া

■ জাবি সংবাদদাতা

জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য ঘোষিত আগামী ৬ ডিসেম্বরের কেন্দ্রীয় ছাত্র সংসদের (জাকসু) নির্বাচন এখন টক অব দ্য ক্যাম্পাস। এ নিয়ে সাধারণ শিক্ষার্থীদের মধ্যে ব্যাপক উৎসাহ-উদ্দীপনা সৃষ্টি হলেও ছাত্র সংগঠনগুলো মিশ্র প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করেছে। এদিকে আন্দোলনরত শিক্ষক সমিতি ও সাধারণ শিক্ষক ফোরাম উপাচার্যের বক্তব্যকে বাস্তবতা পরিপন্থী হিসেবে আখ্যায়িত করে আন্দোলন অব্যাহত রাখার ঘোষণা দেওয়ায় ৬ ডিসেম্বরের মধ্যে আদৌ নির্বাচন হবে কি-না তা নিয়ে সংশয় প্রকাশ করেছেন অনেকে।

সর্বশেষ ১৯৯৩ সালের পর আর কোনো জাকসু নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়নি। উপাচার্য অধ্যাপক আনোয়ার হোসেন উপাচার্য প্যানেল নির্বাচনের আগে ডিসেম্বরের ৬ তারিখে জাকসু ও হল ইউনিয়নগুলোর নির্বাচন অনুষ্ঠানের ঘোষণা দেন। সরকারের শেষ সময়ে এই তারিখ ঘোষণায় ছাত্র সংগঠনগুলো মিশ্র প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করেছে। সরকার সমর্থিত ছাত্র সংগঠন শাখা ছাত্রলীগ এটা নিয়ে সতর্ক প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করেছে।

বাংলাদেশ ■ পৃষ্ঠা ১৫ : কলাম ৬

জাবির ছাত্র

[শেষ পৃষ্ঠার পর]

ছাত্রলীগ জাবি শাখার সভাপতি মাহমুদুর রহমান জনী বলেন, উপযুক্ত পরিবেশ সৃষ্টি করে নির্বাচন দিলে আমরা স্বাগত জানাব। অন্যদিকে, শাখা ছাত্রদলের নেতাকর্মীরা বিশ্ববিদ্যালয়ের সংকট মুহূর্তে এ নির্বাচনের তারিখ ঘোষণা করায় তা প্রত্যাখ্যান করেছেন। শাখা ছাত্রদলের সাধারণ সম্পাদক আবু সাইদ ভূঁইয়া বলেন, অনেক বৈধ শিক্ষার্থী এখন ক্যাম্পাসের বাইরে অবস্থান করছেন। আগে সব শিক্ষার্থীর সহাবস্থান নিশ্চিত করতে হবে। এ ছাড়া বর্তমান ভিসির পদত্যাগ দাবিতে শিক্ষকদের একটি অংশ আন্দোলন করছে। এ অবস্থায় জাকসু নির্বাচন করা অনেকটা অসম্ভব।

এদিকে জাকসু নির্বাচনের ঘোষণাকে স্বাগত জানিয়েছে প্রগতিশীল ছাত্র সংগঠনগুলো। ছাত্র ইউনিয়ন জাবি সংসদ বিশ্ববিদ্যালয়ের এ উদ্যোগকে স্বাগত জানিয়ে লিখিত বিবৃতি দিয়েছে। সংগঠনের সভাপতি জাহিদুল ইসলাম জিন্নাহ জানান, বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রকৃত গণতান্ত্রিক পরিবেশ এবং শিক্ষার্থীদের অধিকার নিশ্চিত করতে হলে জাকসু নির্বাচনের কোনো বিকল্প নেই।

সাধারণ শিক্ষার্থীরা অবশ্য জাকসু নির্বাচন নিয়ে ব্যাপক উৎসাহ প্রকাশ করেছেন। ম্যানেজমেন্ট বিভাগের শিক্ষার্থী আল আমিন বলেন, জাকসু নির্বাচন আমাদের প্রাণের দাবি।

দর্শন বিভাগের শিক্ষক রায়হান রাইন এ উদ্যোগকে স্বাগত জানিয়েছেন। তিনি বলেন, তবে জাকসু নির্বাচন করাটা প্রশাসনের জন্য একটা বড় চ্যালেঞ্জ।

অন্যদিকে আন্দোলনরত শিক্ষকরা মনে করছেন বিশ্ববিদ্যালয়ের পরিস্থিতি ঘোলাটে করতেই জাকসু নির্বাচনের ঘোষণা দিয়েছেন উপাচার্য আনোয়ার হোসেন। সাধারণ শিক্ষক ফোরামের আহ্বায়ক অধ্যাপক হানিফ আলী বলেন, উপাচার্য তার মেয়াদকে পরিপূর্ণ করার লক্ষ্যে বিভিন্ন কৌশলের অংশ হিসেবে জাকসু, সিনেটে রেজিস্টার্ড গ্র্যাজুয়েট ও শিক্ষক প্রতিনিধি নির্বাচন প্রভৃতি বিষয়ে যে বিভ্রান্তিমূলক, অসৎ উদ্দেশ্য প্রণোদিত ঘোষণা দিয়েছেন তা আমরা প্রত্যাখ্যান করছি।

শিক্ষক সমিতির সাধারণ সম্পাদক অধ্যাপক শরিফ উদ্দিন বলেন, উপাচার্য বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষার পরিবেশ ফিরিয়ে আনার বিষয় বিবেচনা না করে জাকসুসহ বিভিন্ন দীর্ঘমেয়াদি জটিল নির্বাচনের ঘোষণা দিয়ে পরিস্থিতিকে ঘোলাটে করতে চাইছেন।